মুক্তিযুদ্ধ বিষয় মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয় মন্ত্রণালয়	০১	০১	০	০	০	০১	• +৫০%	০	• -৪৩.৯১%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১ (এক)

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৩১৪.৪৫	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সুপারিশ
(১) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে টাইমওভার রান হয়েছে ৫০%। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১২৬.৫০ লক্ষ টাকা হতে হ্রাস করে ২৫৮৩.০০ লক্ষ টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যতে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বাস্তবতার নিরিখে নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টাইম ওভার ও সংশোধনের প্রয়োজন যেন না হয় সে অনুসারে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সজাগ থাকা প্রয়োজন।
(২) সমাপ্ত এই প্রকল্পের ৩বছর মেয়াদকালে ৩জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।
(৩) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের অডিট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আগামী ০১ মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদনপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে
(৪) কোন প্রকল্প সমাপ্ত হলে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার অধীনে সংরক্ষণ করতে হবে; ভবিষ্যতে সমাপ্ত প্রকল্পের দলিলাদি সংরক্ষণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১	**প্রকল্পের নাম**	:	**মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**
২	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়।**
৩	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪	**প্রকল্পের ধরণ**		বিনিয়োগ প্রকল্প।
৫	**অর্থায়নের উৎস**	:	সম্পূর্ণ জিওবি

৬. **প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:** (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			অনুমোদনের তারিখ	বাস্তবায়ন কাল	পরিবর্তন	
	মোট	জিওবি	অন্যান্য			ব্যয়	মেয়াদ
মূল	৪১২৬.৫০	৪১২৬.৫০	-	১৮/০৯/২০১৭	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯	-	-
সংশোধিত (১ম)	২৫৮৩.০০	২৫৮৩.০০	-	২২/০৯/২০১৯	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০	-৪৩.৯১%	+৫০%

৭. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
৮টি	৫৬টি	১৬৪টি

৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরা এবং দেশপ্রেমের অনুভূতিগুলিকে উন্নিত করা।

সমীক্ষায় নির্বাচিত তালিকা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট স্থানে স্মৃতিস্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে অবস্থান অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌঁছানো।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্মীত অবকাঠামোসমূহের পরিধি বর্ধন এবং সহায়ক অংগের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

৯. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

শহীদের নাম ফলক স্থাপন;

রেইল পোস্ট, গ্রীল/রেইলিং, সিরামিক, ম্যুরাল পুন:স্থাপন;

সীমানা প্রাচীর নির্মাণ/পুন:নির্মাণ;

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনরায় রংয়ের প্রলেপ দেয়া;

পাথর, মার্বেল, ঝর্না, স্থাপনের মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন এবং স্মৃতি স্থাপনাগুলোকে আলোক সজ্জিতকরণ।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১০. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: (লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত ব্যয়		
০১	০২	০৩	০৪			০৫		
(ক) রাজস্ব:								
			বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক		বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	
				জিওবি	মোট	জিওবি	জিওবি	মোট
	জনবল	সংখ্যা	৫	২০.০৯	২০.০৯	৫	৩.৮৭	৩.৮৭
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	-	১৯৬.০৪	১৯৬.০৪	-	১৩৮.৮৫	১৩৮.৮৫
	মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	থোক	-	২৬.৫০	২৬.৫০	-	১২.৪৯	১২.৪৯
উপমোট (রাজস্ব)				২৪২.৬৩	২৪২.৬৩	-	১৫৫.২১	১৫৫.২১
(খ) মূলধন:								
	পুনঃনির্মান/মেরামত	সংখ্যা	২৭৩	২৩১৪.৩৮	২৩১৪.৩৮	২৭২	২১৩৭.৭১	২১৩৭.৭১
	যন্ত্রপাতি	থোক	-	২৬.৫০	২৬.৫০	-	২০.৫০	২০.৫০
উপমোট (মূলধন)				২৩৪০.৮৮	২৩৪০.৮৮	-	২১৫৮.২১	২১৫৮.২১
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি				-	-	-	-	-
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি				-	-	-	-	-
সর্ব মোট (ক+ক+গ+ঘ):				২৫৮৩.০০	২৫৮৩.০০		২৩১৪.৪৫	২৩১৪.৪৫

১১. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৭-১৮	৪০৬.২৯	৪০৬.২৯	৪০৬.২৯	৪০৬.২৯
২০১৮-১৯	১৪৭৯.৮৬	১৪৭৯.৮৬	১৪৭৯.৮৬	১৪৭৯.৮৬
২০১৯-২০	৬৯৬.৮৫	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪২৮.৩০
মোট	২৫৮৩.০০	২৩৩৬.১৫	২৩৩৬.১৫	২৩১৪.৪৫

১২. ডিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:

(ক) পণ্য প্যাকেজ ০৫টি, (খ) পূর্ত প্যাকেজ ২৮০ টি এবং **(গ) সেবা প্যাকেজ** ০১ **টি, মোট প্যাকেজ সংখ্যা** ২৮৬**টি।**

১৩. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালক এর নাম,	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
ক্য হলা খৈ	এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী	০৫/০২/২০১৮ থেকে ২৩/১০/২০১৯	নিয়মিত	না	-
মোঃ এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী	এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী	২৩/১০/২০১৯ থেকে ২২/০৩/২০২০	নিয়মিত	না	-
মোঃ মনিরুজ্জামান	এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী	২২/০৩/২০২০ থেকে ৩০/০৬/২০২০	অতিরিক্ত দায়িত্ব	না	-

প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৪. **পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম :**

জনাব এস এম মাহবুবুল হক, সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), আইএমইড গত ১১/০৪/২০২৩ তারিখে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সমূহ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের গাজীপুর জেলার প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

১৫. **পরিদর্শনকৃত এলাকা :** ক) গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় কালিয়াকৈর পৌরসভার চন্ডার ত্রিমোড় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত ভাস্কর্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব বিল্লব পাল, উপজেলা প্রকৌশলী কালিয়াকৈর এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সকলের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বর্তমান অবস্থার বিষয়ে আলোচনা হয়। স্মৃতি ভাস্কর্যটি গত ১৫/০৫/২০১৯ সালে নির্মাণ করা হয়। স্মৃতি ভাস্কর্যটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চারিপাশে ঘাস ও ময়লার অস্তিত্ব দেখা যায়। এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত এই স্মৃতি ভাস্কর্যটি গত ১২/১১/২০১৯ তারিখে পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর এই স্মৃতি স্থাপনসমূহ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং এই পরিচালনা ব্যয় কোন উৎস হতে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন নির্দেশনা না থাকায় এটির প্রতি কারো দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করা যায় না মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।

খ) পরিদর্শনকালে গাজীপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব মো: আব্দুল বারেকসহ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সকলের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বর্তমান অবস্থার বিষয়ে আলোচনা হয়।গাজীপুর জেলার সদরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়। ভাস্কর্যটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে স্থাপন হওয়ায় এটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা হয়। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পর এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কোন কর্তৃপক্ষ করবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। তাছাড়া এটি সংস্থার/মেরামতের প্রয়োজন হলে কোন উৎস হতে ব্যয় মিটানো হবে সে বিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা না থাকায় এলজিইডি বিভাগকে বিরম্বনায় পরতে হয় মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এটি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য দায়দায়িত্ব নিধারণ করা জরুরি মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে স্মৃতি স্থাপনাটি ডিপিপি অনুযায়ী যে স্থানে নির্মাণ/সংস্কার করার জন্য নির্ধারিত ছিল কিন্তু উক্ত স্থানে এই কার্যক্রম না করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মৃতি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত/অনুমোদনের প্রেক্ষিতে স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানাতে পারেনি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নথিতেও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৬. পরিদর্শন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং

- কাজের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ।

১৭.সার্বিক পর্যবেক্ষণ: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণ প্রকল্পটি (১ম সংশোধিত) জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯ সাল পর্যন্ত মেয়াদকাল নির্ধারণপূর্বক মোট ৩৪২টি স্মৃতিস্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১২৬৫০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধন আনয়ন করে মোট ২৮০টি স্মৃতিস্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করে ২৫৮৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সে হিসেবে টাইম ওভার রান হয়েছে ৫০%। স্মৃতিস্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য জায়গা ও স্থাপনা না থাকায়, দৈত্বতা, ব্যক্তিগত জমিতে স্থাপনা কাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি কারণে ৩৪২টি হতে ৬০টি কমিয়ে ২৮২টি স্মৃতিস্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য ডিপিপি সংশোধনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই/২০১৭ হতে শুরু করার জন্য নির্ধারণ করা হলেও এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় ৫/২/২০১৮ অর্থাৎ ৭ মাস পর। প্রকল্পটির উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ছিল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি বিভাগের মোট ৫৪টি জেলায় ১৬৪ টি উপজেলায় মোট ২৮০টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণ করার জন্য নির্ধারিত ছিল।

প্রকল্পটি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তুলে ধরা এবং দেশ প্রেমের অনুভূতি নিয়ে উন্নীত করা। স্মৃতি স্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পুন:নির্মাণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌছানো। প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহন করা হয়নি। স্মৃতি স্থাপনা নির্মাণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পরেনি। নতুন প্রকল্পের পদ জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক এ প্রকল্পে মোট ৫জন জনবল নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ৫ জন জনবল নিয়োজিত ছিল।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল জলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯ এর মধ্যে প্রথম অর্থবছরে প্রস্তুতিমূলক কাজ আরম্ভে বিলম্ব হয়। মূল ডিপিপিতে পুরাতন শ্রেণী বিন্যাসকৃত সারনীর কোড অন্তর্ভূক্ত চিল সে কারনে সংশোধীত শ্রেণী বিন্যাসকৃত কোড অন্তভূক্ত ছিল সে কারণে সংশোধিত শ্রেণীবিন্যাসকৃত সারণীর মোতোবেক আরডিপিপি হালনাগাদ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় অনেক স্কীমের মেরামত/পুন:নির্মাণযোগ্য জায়গা বা স্থপনা না থাকায় দৈত্বতা, ব্যক্তিগত জমিতে বা স্থাপনায় কাজে বাধা প্রদান ইত্যাদি কারনে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পটির মেয়াদ ১ (এক) বছর অর্থ্যাৎ জন্/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

প্রকল্পটি সমাপ্ত শেষে রাজস্ববাজেটে স্থানান্তর করা হবে না মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। তবে প্রকল্পটি টেকসইকরণের বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে যে, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ শেষে স্থাপনাসমূহ উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করে বাস্তবায়নপূর্বক ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। প্রাপ্ত পিসিআর এর তথ্য মতে ৫৪টি জেলার ১৬২টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হয়েছে কিন্তু কোন উপজেলায় কি কি কাজ হয়েছে এবং প্রাক্কলিত ব্যয় অনুসারে প্রকৃত ব্যয়ের কোন হিসাব দেয়া হয়নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন তথ্য নেই। পিসিআর তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে ১ম ব্যাচে ৭ জন ও ২য় ব্যাচে ৯জন বিদেশে শিক্ষা সফর করেছেন। কিন্তু কি প্রয়োজনে এবং কোন যৌক্তিকতায় শিক্ষা সফরটি করা হয় এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন তথ্য ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়নি। ডিপিপিতে প্রকল্প সমাপ্তির পর সুস্পষ্ট Exit Plan নির্ধারণ করা হয়নি।

১৮.ক্রয় পর্যালোচনা: প্রকল্পটির মূল বরাদ্দ ছিল ৪১২৬.৫০ লক্ষ টাকা। সে অনুসারে মোট ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজে মোট ৭টি পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ রাখা হয় এবং মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১০৪.৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ত প্যাকেজে ৫৬টি প্যাকেজের আওতায় মোট ৩৪২টি নির্মাণ/সংখ্যার কাজের জন্য মোট ৩৬৬২.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। সকল ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন হিসেবে OTM এ নির্ধারণ করা আছে। পরিদর্শনকৃত গাজীপুর ০২টি স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ০১টি বাংলা ও ০১টি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রদান করা হয়। টেন্ডার কার্যবক্রম ই-জিপি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। প্রকল্প পরিচালক জানান সকল টেন্ডার কার্যক্রম ই-জিপি পদ্ধতিতে হয়েছে।

প্রকল্পের কম্পোনেট অনুসারে মোট রাজস্বখাতে ২৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে মোট ৪০৪৫.৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৩৬৬২.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হিসেবে মোট ৮৮.৭৫% পূর্ত কাজে ব্যয় ধরা আছে। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করা ২৫৮৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সে মতে মোট

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১৫৪৩.৫০ লক্ষ কম ধরা হয়েছে যার বাস্তব হার ৩৭.৪০%। সংশোধিত ডিপিপিতে পণ্য প্যাকেজে ৫টির সংস্থান রাখা হয়। সে মতে মোট পণ্য ক্রয়ে বরাদ্দ রাখা হয় ২৫.৫০ লক্ষ টাকা। পূর্ত কাজে ২৮০টি প্যাকেজে ২৮০টি নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্থাপনসমূহ সংরক্ষণ ও পুণ:নির্মাণের জন্য ২৩০৩.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। মূল ডিপিপিতে রাজস্বখাতে বরাদ্দ রাখা হয় ২৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে ব্যয় ধরা হয় ২৫৩.০৬ সে প্রেক্ষিতে রাজস্বখাতে ব্যয় প্রাক্কলন ২৫.৮২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়। অপরদিকে মূলধন খাতে মূল ডিপিপিতে মোট প্রাক্কলন ধরা হয় ৩৮৪৭.৬২ লক্ষ টাকা কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে তা কমিয়ে ধরা হয় ২৩২৯.৯৪ লক্ষ টাকা। সে প্রেক্ষিতে ব্যয় হ্রাস হয় ১৫৪৩.৫০ লক্ষ টাকা।

মূল ডিপিপিতে স্মৃতিস্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণের জন্য মোট ৩৪২টি সাইট নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে উল্লেখিত সাইটসমূহ কমিয়ে ২৮০টি নির্ধারণ করা হয়। মূল ডিপিপিতে এই প্রকল্পের জন্য ১টি জিপ গাড়ী ও ৩টি মটরসাইকেল ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু সংশোধিত ডিপিপিতে উক্ত জীপ গাড়ি ও মটরসাইকেল ক্রয়ের জন্য সংস্থান রাখা হয়নি। প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার আসবাবপত্র, অফিস ইকুপমেল ক্রয়ের জন্য ব্যয় হিসাব ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়নি।

১৯. **ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি:** আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন প্রাক সমীক্ষা/ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা হয়নি। স্মৃতিস্থাপনা মেরামত/পুণ:নির্মান বিষয়ে বিস্তারিত ব্যয়ের হিসাব ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়নি। যার দরুন কি ধরনের সংস্কার কাজ/পুণ:নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। মূল ডিপিপিতে ১৮৮টি উপজেলায় মোট ৩৪২টি স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থার/পুন:নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন উপজেলায় নির্ধারিত স্কীমের মেরামত বা পুন:নির্মাণযোগ্য জায়গা ও স্থাপনা না থাকা, দ্বৈততা, ব্যক্তিগত জমিতে কাজে বাধা প্রদান ইত্যাদির কারণে প্রকল্প সংশোধন করে ১৬৪টি জেলায় ২৮০টি স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থার/নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। পিসিআর এ উল্লেখিত তথ্য মতে মোট ৫৬টি জেলার মোট ১৬২টি উপজেলার স্মৃতিস্থাপনার কাজ করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। সে হিসাব মতে সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ২৮০ এর মধ্যে ২৭২টি কাজ সম্পন্ন হওয়ায় (২৮০-২৭২)= মোট ৮টির কাজ করা হয়নি। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। যার দরুন প্রকল্প সংশোধন ও কর্মপরিধি হ্রাস করে প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১৫৩৪.৫০ লক্ষ টাকা বাদ দেয়া হয়।

২০. **অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:** এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে অডিট সম্পন্ন হয়েছে মর্মে পিসিআর উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে কোন/ মেজর আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। অডিট দপ্তরে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে মর্মে বলা হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে কোন প্রমাণক বা কি কি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অডিট আপত্তির তথ্য ও নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরা এবং দেশপ্রেমের অনুভূতিগুলিকে উন্নিত করা।	মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরা হয়েছে এবং দেশপ্রেমের অনুভূতি উন্নিত করার উদ্যোগ সম্পন্ন হয়েছে স্মৃতি স্থাপনা নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণ মাধ্যমে।
সমীক্ষায় নির্বাচিত তালিকা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট স্থানে স্মৃতি স্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ,নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে অবস্থান অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌছানো।	স্মৃতি স্থাপনাসমূহের সংরক্ষণ,নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে অবস্থান অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পৌছানো হয়েছে।
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান নির্মীত অবকাঠামোসমূহের পরিধি বর্ধন এবং সহায়ক অংগের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করণ।	নির্মীত অবকাঠামোসমূহের পরিধি বর্ধন এবং সহায়ক অংগের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২২. পিআইসি/ স্টিয়ারিংসভা সংক্রান্ত:

২২.১ পিআইসি: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। প্রকল্প পরিচালক পিআরএল-এ আছেন। তাছাড়া তিনি অসুস্থ বিধায় কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না মর্মে জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। ডিপিপিতে উল্লিখিত TOR অনুসারে নূন্যতম ৩ মাস অন্তর ১টি সভা করার জন্য নির্ধারিত ছিল।

২২.২ স্টিয়ারিং: প্রকল্প মেয়াদে কয়টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা হয়েছে সে বিষয় প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভা সংক্রান্ত: প্রকল্প পরিচালক দপ্তর হতে এ বিষয়ে কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি।

২৩. প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক	**ডিপিপি অনুযায়ী**	**প্রকল্প বাস্তবায়নকালে**
	কর্মকর্তা: ২ জন স্টাফ : ৩ জন	কর্মকর্তা: ২ জন স্টাফ : ৩ জন

২৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা/বাধা: ডিপিপি অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে নির্ধারিত স্কীমসমূহের মধ্যে অনেকাংশের স্কীমের মেরামত বা পুন:নির্মাণযোগ্য জায়গা বা স্থাপনা না থাকা, ব্যক্তিগত জমিতে বা স্থাপনায় কাজে বাধা প্রদান এবং দৈত্বতা সৃষ্টির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হয় মর্মে ডিপিপি সংশোধনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০১৭ হতে আরম্ভের সময় নির্ধারণ করা হলেও প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন পায় প্রায় ২মাস পর এবং এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় প্রায় ৭ মাস পর।

২৫.প্রকল্প মূল্যায়ন: প্রকল্পটির আওতায় সারা দেশের ২৭২টি স্মৃতিস্তম্ভের কাজ করা হয়েছে। এলজিইডি এর মাধ্যমে এই কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোন সংস্থা নেই বিধায় এটির কাজ ও কার্যক্রম পরিচালনা/মূল্যায়ন এর যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পর উদ্যোগি মন্ত্রণালয় তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে কোন পরিদর্শন/মূল্যায়ন করা হয়নি মর্মে জানা যায়। স্মৃতি স্তম্ভসমূহ প্রকল্প সমাপ্তির শেষে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হবে সে বিষযে অর্থাৎ প্রকল্পের Exit Plan এর বিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা নেই। সে প্রেক্ষিতে Exit Plan এর বিষয়ে তথ্য প্রয়োজন। নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহের বর্তমান অবস্থা কি সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। সে প্রেক্ষিতে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অন্যান্য স্মৃতি স্তম্ভসমূহের বর্তমান অবস্থার বিবরণ সংগ্রহপূর্বক আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। এ অবস্থায় অন্যান্য সকল স্মৃতি স্তম্ভসমূহের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হতে চাওয়া যেতে পারে এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও তথ্যাদি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

২৬. শিক্ষা সফর: আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর এর ০৪ নং ক্রমিকে উল্লেখিত ছকে বৈদেশিক শিক্ষা সফর হিসেবে ৭ জনের একটি টিম ২০১৮ সালে এবং ৯ জনের একটি টিম ২০১৯ সালে শিক্ষা সফরে বিদেশ ভ্রমন করেছেন মর্মে উল্লেখ আছে। কিন্তু মূল ডিপিপিতে এ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ ছিল না। তবে সংশোধিত ডিপিপির ক্রমিক-৮ এ মূল ডিপিপি এবং সংশোধিত ডিপিপির মধ্যে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনা ছকে কোড নং-৩২৩১৩০১ এর বিপরীতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কথা বলা আছে। অপরদিকে বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনায় একই কোডে প্রশিক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করা আছে। তবে বিদেশ প্রশিক্ষণের কথা বলা হলেও পিসিআর এ বৈদেশিক শিক্ষা সফর হিসেবে দেখানো হয়েছে। ডিপিপিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর বিষয়ে কোন ব্যয় বিবরণীসহ এই সফরের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোন কিছুই উপস্থাপন করা হয়নি। এ শিক্ষা সফরের ফলে কি আউটপুট অর্জিত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও নির্মাণের সাথে এই বিদেশ সফরের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি।

২৭. প্রকল্প মনিটরিং: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কার্যসম্পাদন করেছে। পিসিআরের বর্ণিত তথ্য মতে উদ্যোগি মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটি শুরু থেকে শেষ অবধি কোন মনিটরিং হিসেবে পরিদর্শন করা হয়নি। অপরদিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থার হিসেবে এলজিইডি এর পক্ষে থেকেও কোন মনিটরিং করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, উর্দ্ধতন ও উপজেলা প্রকৌশলীগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কালে রুটিন

কাজ হিসেবে পরিদর্শন করা হয় মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়নের নিমিত্ত মনিটরিং ও পরিদর্শন একান্ত প্রয়োজন। পরিদর্শনকালে স্মৃতি স্থাপনায় পুন:নির্মাণ কাজের জন্য কোন সাইট বই সংরক্ষণ করা হয়নি।

২৮. টেকসইকরণ: প্রকল্পের আওতায় মেরামত ও পুন:নির্মাণ শেষে স্থাপনাসমূহ উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট জমির মালিকানা ভিত্তিতে হস্তান্তর করা হবে মর্মে ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলী এই কাজসমূহ বাস্তবায়নে সকল প্রকার কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সংরক্ষণ কাজের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকৌশলীগণ কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে মর্মে ডিপিপিতে বলা হয়েছে। ডিপিপির ১৩(ii) বর্ণিত আছে যে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর মন্ত্রণালয় কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করে উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি কারীগরি সহায়তা প্রদান করবে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অন্য একটি প্রকল্পে হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন প্রকল্পে এবং কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ সমস্ত দ্রব্যাদি হস্তান্তর করা হল তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তা ছাড়া উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট এই সমস্ত দ্রব্যাদি হস্তান্তরপূর্বক জমা দান করা হয়নি মর্মে জানা গেল। প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৬টি জেলায় ১৬৪টি উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে জেলা/উপজেলা/পৌরসভা কে দায়িত্ব অর্পন করা একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোন দপ্তরের অধীন এ সমস্ত স্মৃতি স্থাপনের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা না হলে ভবিষ্যতে এই স্থাপনাসমূহ নষ্ট/বিলীন হয়ে যেতে পারে। সে প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি জেলার স্থানীয় প্রশাসনের নিকট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা দায়িত্বদের একান্ত প্রয়োজন। সে সাথে এ বিষয়ে একটি নীতিমালাও করা যেতে পারে।

২৯. রের্কডপত্র সংরক্ষণ: আলোচ্য প্রকল্পটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুন:নির্মাণ প্রকল্প হিসেবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে ডিপিপিতে নির্দিষ্ট করা আছে। উদ্যোগী বা মুল মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য ও দলিলপত্রসমূহ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন নথি বা সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংরক্ষণে নেই। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পিআরএল এ আছেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের নিকট টেলিফোন মারফত চাওয়া হলে তিনি জানান যে কক্ষে নথি পত্রসমূহ রাখা হয়েছিল সেগুলো এলজিইডি কর্তৃপক্ষ অন্য রুমে স্থানান্তর করেছে। সে কারণে উক্ত নথির কোন সন্ধান তিনি দিতে পারছেন না। উল্লেখ্য যে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সমাপ্তির শেষে সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসমূহ এলজিইডি'র প্রশাসনিক শাখায় লিখিতভাবে হস্তান্তর করেছেন কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট হওয়া গেল না। যার কারণে সরকারি নথিপত্রসমূহ সংরক্ষণে না রাখার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক দায়ী। এখানে উল্লেখ্য যে পিপিআর-২০০৮ এর ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ বিষয়ে ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করার বিষয়ে নির্দেশনা আছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র ও নথিপত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক নির্মিত স্মৃতি স্থাপনার তথ্যসহ একটি ডাটাবেইজ বিবরণী থাকা প্রয়োজন।

৩০. পরিবেশের উপর প্রভাব: এ প্রকল্পের আওতায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও পুন:নিমার্ণের কাজ সংশ্লিষ্ট বিধায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পরিবেশ তথ্য ভূমি, পানি ও বাতাস জীব বৈচিত্র্য ইত্যাদির জন্য ক্ষতিকর নয়।

৩১. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র:





গাজীপুর সদরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্থাপন নির্মাণ।





গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্থাপনা নির্মাণ।

৩২. সুপারিশ/মতামত:

ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে টাইমওভার রান হয়েছে ৫০%। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১২৬.৫০ লক্ষ টাকা হতে হ্রাস করে ২৫৮৩.০০ লক্ষ টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যতে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক বাস্তবতার নিরিখে নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টাইম ওভার ও সংশোধনের প্রয়োজন যেন না হয় সে অনুসারে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সজাগ থাকা প্রয়োজন।

খ) সমাপ্ত এই প্রকল্পের ৩বছর মেয়াদকালে ৩জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

গ) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর হতে অডিট সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অডিট আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের অডিট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আগামী ০১ মাসের মধ্যে অডিট সম্পাদনপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে কোন প্রাক সমীক্ষা/ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা হয়নি। কোন কোন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্থাপনাসমূহ সংখ্যার/পুন:নির্মাণ প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সার্ভে সংক্রান্ত বিষয়ে ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়নি। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগের জুন/২০২২ তারিখে পরিপত্র অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) পিসিআর এর ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্রসমূহ এলজিইডি এর চলমান অন্য একটি প্রকল্পে হস্তান্তর করা হয়েছে। যা সঠিক হয়নি মর্মে প্রতীয়মান। সমাপ্ত প্রকল্পের সকল মালামালের গায়ে ট্যাগিং প্রদানপূর্বক একটি সম্পদ বিবরণীসহ মালামাল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে

হস্তান্তর করতে হবে। এ সমস্ত মালামালসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে টিওএন্ডই ভুক্ত করার লক্ষ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ছ) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এলাকা ব্যতীত অন্যান্য সকল নির্মিত স্মৃতি স্তম্ভের বর্তমান অবস্থা সর্ম্পকে একটি প্রতিবেদন আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

জ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজসমূহ টেকসই করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা প্রকৌশলী এ সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রাদন করবে। তাছাড়া ভবিষ্যতের জন্য তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত সকল স্থাপনার ছবিসহ একটি ডাটাবেইজ তৈরী করা প্রয়োজন।

৩৯. সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২৩/০৭/২০২৩ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।